KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ১৮/২ তামের লেন, কল- ৯ ৫৩/১৫ গিরিশ মুখার্জি রোড (মেসার্স মহাবীর প্রিন্টার্স), কল ৫২
Collection : KLMLGK	Publisher : অনির্বিত্র ঘোষ
Title : অনুর্থ (ANWARTHA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 2 3 4	Year of Publication : Feb - 1985 March - 1986 Jan - 1987
	Condition : Brittle / Good
Editor : অরুণ সান্যাল (2) অরুণ সান্যাল, সিদ্ধিদেব বিশ্বাস (3)	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বিশেষ কবিতা পর্যায় ক্রোড়পত্র

অ

ন্ব

র্থ

অমল চক্রবর্তী সমীরণ ঘোষ ধীমান চক্রবর্তী তপন কুমার মাইতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় অশোক মুখোপাধ্যায় সংযম পাল আলোক বিশ্বাস অনীক রুদ্র নিরঞ্জন গোস্বামী সঞ্জীব মন্ডল স্বপন কুমার ভট্টাচার্য গীতা কর্মকার সন্দীপ বিশ্বাস অমিত চট্টোপাধ্যায় সন্দীপ দত্ত রূপা দাশগুপ্ত পল ডুরকান

ক্ষ বিশেষ আর্থসামাজিক অবস্থার ক্রোড়লালিত হয়ে বর্তমান শিল্প-সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে তা সত্যই উদ্বেগের। শাসনের বা শোষনের রূপবদলের সাথে সাথে শিল্পী, সাহিত্যকর্মীদের ক্রমেই বিবিধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়াস দ্যাখা যায়। তৃতীয় বিশ্ব-পদবাচ্যের দেশে বৃহৎশক্তি উপনিবেশের কৌশল যেমন রেখেছে তার সাথে গাঁট ছড়ায় বাঁধা যেতে যেতে স্বাধীন বুর্জোয়াদের অস্তিত্বও ক্রমশ লীন। প্রচারযন্ত্রে, গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপিত হয় ইউটোপীয় জাতীয়তাবাদ, ধীর বিষক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করার উপকরণ। অন্যদিকে রাজতন্ত্রের শরীকরা ভাগ-বাটোয়ারার বিশ্বাসী। পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য রাজনীতিতে এখন সেই খেলা চলছে।

আবার যে 'শিল্পী' বাণিজ্যিক স্বার্থে যে কোন মুহূর্তে জামা কাপড় খুলতে পারেন, তৈরী করা ভায়োলেন্স বা যৌন ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শনের জন্য নীল ছবিতে অভিনয় করতে পিছপা নন, ঠিক তিনি বা তাঁরা বন্যাদুর্গত মানুষের শোকে (শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংকটে) প্রয়োজন হলে সতী-সাবিত্রী-অরুন্ধতী বা বাল্মীকির ভূমিকায় সমান অগ্রসর। লবণ-হ্রদে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কিছুদিন আগে এরকম একটা আশ্চর্য মহড়া হয়ে গ্যাছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের নজরদার কেবলমাত্র শোধনব্যবস্থা [illegible]টি রিলিভার সরকারের কাছে অবশ্য এর বেশি প্রত্যাশা ঠিক নয়।

আমরা বলতে চাই মানুষের এই হতাশায়, সংকটে মেদবহুল কবিরা সেলুলয়েডের মতোই বক্স আপিস ধরে রাখার চেষ্টা করছেন এবং রোম নগরী যখন পুড়ছে, তরুণ তরুণীদের হাতে···একটা প্রজন্মের হাতে সচেতন ভাবে তুলে নিতে বাধ্য করানো হচ্ছে মাদক দ্রব্য বা রজনীশ-ছাপ বেহালা। এটা নিশ্চয় মাত্রা নয়। পাশাপাশি কেউ বা ভুগছেন বামপন্থী সৌখিনতায়। বলাবাহুল্য অদ্ভুত গজকচ্ছপ রচনায় অনেক কবিতা কর্মী কেউ সচেতন ভাবে কেউ অর্ধচেতনায় এমন সব রচনা দাঁড় করাচ্ছেন তা কবিতা হোক না হোক, বেঁচে থাকার পরিপন্থী। প্রভূত ক্ষতিকারক এই বাম সৌখিনতা। বিষয়ের সাথে কোন রকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, আন্দোলনের সাথে সংশ্রব ব্যাতিরেকে যে নির্মান তা যেমন ভ্রান্তি বহুল পাঠক মানসেও তেমনি বিভ্রান্তি আনে। আমরা চাই সেই উচ্চারণ যার কেবল ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগানো নয়, তার কার্যকারণ সন্ধান ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতায় সুস্থ এক ধনাত্মক উত্তরণ।

তিনটি কবিতা / অমল চক্রবর্তী

ঈশিতা

অদৃশ্য নদী থেকে উঠে আসে দৃশ্যাতীত শব্দ
মেঘ জমেছে হাটে মানুষের দিনরাতের প্রবাহে

প্রবাহে এখন প্রত্যেক ক্ষণেই বাঁক, ঘুরে ঘুরে চলা
দুঃখী বালিকা ধুলোটে বালক যায় আর বদলে আসে

পথের দুধারে মাটি ঘাস হলুদ শিকড় সবাই
গোড়ালির গায়ে গায়ে হাত মুঠো করে তুলেছে স্তব

দেখতে দেখতে ধুলো ভরে ওঠে রক্তে, স্তব জেগে ওঠে নাদে
যা ছিল আড়ালে এখন লক্ষ মুখে উগরে আসছে লাভা

নক্ষত্রের যোগে ফুটে উঠছে ত্রিকাল আগুন
সমস্ত অনন্ত জুড়ে মেলে আসছে ঈশিতা

ঘাট

জোছনায় মজেছিল নদী
ঘাটে তার চিহ্ন লেগে আছে

এই ঘাটে আজ যারা আসে
শুধু তারা জল নিতে আসে

এখনো যখনি জোছনা ওঠে
জলের গভীরে রক্ত নাচে

যদি কেউ মনে রেখে আসে
মিলনতীর্থ ওঠে ভরে

সে তো যদি, চিহ্নটুকু ছাড়া
মরে থাকে কবেকার ঘাট

ছায়া বিরোধী / অপনবন্দ্যোপাধ্যায়

দুয়ারে দাঁড়িয়ে ম্লান ছায়া…
বহুদিন পরে আজ বেড়াতে এসেছে
আমি তাকে পছন্দ করিনা
একথা জেনেও সে আসে
কোলাকুলি করতে চায় আমার সাথেই
আমি তাকে যত বলি—যাও
কখনো এসোনা এইখানে
তবু সে আবার ফিরে আসে
দুয়ার ডিঙিয়ে ক্রমে ছুঁতে চায় একান্ত আমাকে

ঘাতক / অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

কচুগাছ কেটে মহড়া নিয়ে তারা ঘাতক হয়েছে
আমাদের হাতে নেওয়া এই ডাল অথবা ছাতা
কত হাল্‌কা, আত্মরক্ষায় অপারগ ; ভেল্কিতে
রেখেছি পা, কখনো এ দাড়ি, কখনো ও বাঁশ
এই শহর, মফস্বল আর গ্রাম, কি তেজ আর
ছাইয়ের স্তূপ দেখো পাশাপাশি, যেন আগের
পরের দৃশ্য পরপর রাখা আছে।

এ প্রক্রিয়ায় বেশির ভাগই ঘাতক হয়েছে
আমি তো হতামই, কেউ হয় না নিশ্চয়

কত বিব্রত হয়েছি ঘাতক আর আত্মরক্ষার ছাতা নিয়ে।
শুধু এ কথা বুঝি না—'হত্যা করো' দলবদ্ধ চিৎকার
হয় না, সঙ্গে ব্যক্তির রাগ, ক্রোধ, ভয় বুঝি বা মিশেছে।

ঢালো রক্ত, রক্তপাতের পর মদ, তারপরে ঝরা
পাতার শব্দে চমকে উঠে হানাহানি করো
ঢালো আরো রক্ত—

যেন আগের ও পরের দৃশ্য পরপর রাখা আছে।

যদি মানুষ / অশোক মুখোপাধ্যায়

একটা মানুষ
যদি সে মানুষ না হোয়ে
নক্ষত্র হতো
আমি হাত বাড়াতাম তাকে ধরতে,
একটা মানুষ
যদি সে মানুষের বদলে খেলনা হতো
তাকে খেলার ছলেই
সরিয়ে রাখতাম দূরে।

মহামান্য / সংযম পাল

তোমার লাবণ্যতম মুহূর্তের জ্বরে
নিজেকে ডোবাই, আর সর্বহারা ভাবি
যদি আজ তুমি এসে পরিচ্ছন্ন ঘরে

আমাকে আদরে নাও, হাত ভ'রে তুলে দাও শিউলি কুসুম !
তাহ'লে শরৎকাল আজ বুঝি প্রিয় হবে, আজ বুঝি নীল
আশ্বিন সমস্ত রং ঝরাবে আমার মুখে, বহুকাল ঘুম

যা' ছিলো অপ্রাপ্ত, তা দুই চোখে ঢেলে নেবো, আজ বুঝি এই
কুকুরের বৃত্তিগুলি একবার ভুলে যাবো, একবার শুধু
তোমার জলজত্বক শরীরে সাঁতার কেটে পেয়ে যাবো সেই

হারানো রক্তের দিন, ঝকমকে, বহুমূল্য, বাতাসবহুল।
নিয়তি ওদিকে নাচে বিশাল শরীরে, তার ছায়া তবু আজ
আমার সঙ্গে ঘোরে, রক্ত চোষে, বমি করে, রোয়াভর্তি হলে

ভেতরে ঢোকায়, ঠিক হৃদয়ের মাঝঘরে, খেসারত নেয়
কিসের পাপের আমি কিছুই জানিনা, আমি মানুষের জয়
কোথাও দেখি না ! শুধু ঈশ্বর হাসেন, আর পবিত্রতা, ন্যায়

ধুলোয় লুটোয়। ওগো লাবণ্যকুমারী, যদি একবার আজ
আমাকে তোমার সাথে নিয়ে যাও গর্ভচোঙে, আমার ভেতর
ভরে যাবে পূর্ণতায়, অসহ্য সুন্দরে, আর মহামান্য কাজে।

রাজা যাচ্ছেন / অলোক বিশ্বাস

সামনে পথ দাও। রাজা যাচ্ছেন।
হাসাহাসি নয়। বিরোধীতা নয়।
না হলে তোমার ধান হবে না। সন্তান হবে না।
মেয়ের বিবাহ হবে না। তোমার টালির উপর
ঘাপটি মেরে বসে থাকবে শীতকাল ; সারাদিন সারারাত
ঝমঝম করে নেমে আসবে চোখের জল।

অতএব রাজা যা বলেন কান পেতে শোন। উঠে ফুল ছুঁড়ে দাও।
নত হও। না হলে রাজা অভিশাপ দেবে। অভিশাপে তোমার
ঘর জ্বলবে বার জ্বলবে। খাঁ খাঁ করবে মাঠ ও পেট।
অতএব রাগ নয় ক্ষোভ নয় গুম হয়ে বসে থাকা নয়
গান গাও। রাজ মহিমা।

কলম ও আঙুলের কথা / অনীক রুদ্র

ঠিক তিনটি আঙুলে আটকে ছিল কলম। বকের পালকের চেয়ে ঢের বেশি শাদা কাগজে ও লিখছিলো আফ্রিকার খরা, যুদ্ধের বিরুদ্ধে আর বন্দীজীবনের পৃথিবী ব্যাপি দুর্দশার কথা।

এইমাত্র খবর পাওয়া গ্যালো মিজো বালিকারা নৃত্যগীতে অভ্যর্থনা করছে সেই কৃতিমান পুরুষ ও তার পত্নীকে

ঠিক তিনটি আঙুলেই আটকে ছিল কলম। লিখছিলো খুনসুটির কথা, কেন্দ্র ও রাজ্যের পূর্বরাগ, প্রেম, দাম্পত্য কলহ, নির্বাচনী বিপর্যয়। এবং আমাদের সব চেয়ে প্রয়োজন সংহতি। আসুন আমরা সংস্কৃতির অবগাহনে তৃপ্ত হই।

রাত্রি আট-টা। সরকারি বাজেভর্তি ঋণার জলে এবার স্নান করবে লিরিল-দুহিতা।

আঙুলেরা বিরক্ত হয়। তখনো ত্রিবন্দী ছিল কলম। ঝলমল করছিলো তার নিব।

ও হে বাপু, তুমি কি সত্যি কিছু লিখতে জানো না ? ধরো, আমাদের খরা বা বন্যা, অনাহার, গ্রামে গঞ্জে মানুষের ন্যূনতম যুদ্ধ, নবীকৃত বন্দীজীবন, দেউলিয়া কৃষি…

এসব শুনে ঘাড় ঝাঁকিয়ে কলম বললো, ঠিক আছে, আমি লিখবো। চলো তোমরা, কোথায় নিয়ে যেতে চাও

মধু ঘুরলে দেখা গ্যালো টেবিল জুড়ে অসংখ্য কলম খুনখুন করে হাসছে ও আঙুলেরা লুকিয়ে পড়েছে দস্তানায়

আমরা / নিরঞ্জন গোস্বামী

বসন্তের চারপাশে এক ঘোর সংসার জ্বলে উঠেছে
আমাদের উদভ্রান্তি ব্যঙ্গ করেছে তার চটুল হাওয়াকে,
দীপ জ্বলেনি ;

অথচ এ যাত্রায় সংসার তবুও এলোমেলো
হাড়-পাঁজরার সঞ্চয় ও শক্তির দ্বন্দ্ব তার গলা টিপে ধরে,
কথা ছিল এক গভীর হলুদ নিদাঘের দিন
শীতের অন্ধকারে জন্ম নেবে।

রইল পড়ে হাওয়ার উৎসব,
রোদের নরম পালক তোমার মুখে,
দুঃখের নিস্তব্ধ দীপে আমরা মিছিলের শব্দ শুনেছি।

বর্ষামঙ্গল / সঞ্জীব মণ্ডল

জল পড়ছে সারি সারি
আকাশ গা চুঁইয়ে,
বাড়ীগুলি বড় থিতুমুখে ;
রঙ-সুরকী যৌবন ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা
আজ আর কারো কাছে অজানা নয়,
এমন কি জানে ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছটি
জলের ধারে বেড়ে উঠেছে মহীরুহ
সময়ের কাছে অঙ্ক কষে কষে।
তবু মানুষ নামের জরুরী পদটি
হেঁটে-বসে, সামান্য জিরিয়ে,
যখন ব্যাকরণ পাঠ নিতে ঢুকে পড়ে
সংসদ ছবি সাঁটা কোন সেকেলে বাড়ীতে,
সে অবাক হয়, বিস্মিত নয় কি ?
যেহেতু স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ অক্ষর ভাগ
এখনো তার ঢের বেশি বাকী,
আর তাতে স্পষ্টতই লেখা আছে
কে তার মালিক কে তার সত্যিকারের রাজা।

অশ্বমেধ ঘোড়ার মত / স্বপন কুমার ভট্টাচার্য

অশ্বমেধ ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে
তোমার সন্ধানে আমি
ক্লান্ত হয়ে গেছি
যজ্ঞের আয়োজনে ওদের দম্ভের ফানুস
আজও উড়ছে
মুক্তনীল আকাশে তোমার পদধ্বনি
নিয়তই শুনি
সবুজ ফসলের ঘ্রাণে আমোদিত
হয়ে আছে আমার বাতাস
কলে কারখানায় চিমনির ধোঁয়াগুলি
কুন্ডলি পাকিয়ে
জানায় তোমার উপস্থিতি
তোমাদের ঘামে ভেজা মেঠোপথ
পরিক্রমা করে খবর পাঠিয়েছি
নগরে বন্দরে
এখন শুধু প্রহর গোনা
তোমাদের বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায়
অশ্বমেধ ঘোড়ার মত ছুটতে ছুটতে
তোমার সন্ধানে আমি
ক্লান্ত হয়ে গেছি
যজ্ঞের আয়োজনে ওদের দম্ভের
ফানুস আজও উড়ছে……

শাসন / গীতা কর্মকার

নদী বলেছিল চলে যাবে
তুমি বললে 'না'
নদী গেল না।

নদী বলেছিল ডুব দিওনা
তুমি ডুব দিলে
কাপড় ভিজে গেল।

নদী বলেছিল ছুঁয়োনা
তুমি ছুঁয়ে দিলে
নদী তরঙ্গ হয়ে গেল।

এখন, যখন তুমি নদীকে থামতে বলো
নদী থামে না
আছাড়ি পিছাড়ি করে
তরঙ্গে তরঙ্গ ভাঙে
আর পিছু ডাকে
আয় আয় আয়।

ঘরের মধ্যে / সন্দীপ বিশ্বাস

ঘরের মধ্যেই ছিলে তুমি।
অথচ ঘর ছিল ফাঁকা
যে কোনো মুহূর্তেই হতে পারতো বজ্রপাত
যে কোনো মুহূর্তেই খসে পড়তো বালি
ঘরের পলেস্তরা

এ সমস্ত কিছুই হয়নি
শুধু যা হয়েছিল তা এই
তোমার বিষয়ে কিছু গান এবং
দরজায় বেজেছিল খঞ্জনী, অন্য বিষয়ে

সে কি শুধুই ভগবৎ কথা ?

বটপাতা / সন্দীপ দত্ত

নিজস্ব সাবানে শরীর ধুয়ে নাও
হে গৈরিক সন্তান
পূতঃ হও পবিত্র আবেশে
সাবান গলে যেতে যেতে
স্নিগ্ধ করুক তোমার
ঈশ্বরী শরীর
ধূপ পুড়ে পুড়ে
হোক আত্মঘাতী

পল ড্যুরকানের কবিতা / ট্রেনের সেই শিশুটি

The Child on the train, Yorkshire, 1980

ট্রেন যখন লীডস্ অতিক্রম করল
একটি শিশু এবং আমি
কামরায় কেবলমাত্র আমরা দু'জন
এবং উভয়ের মনের মৌন অবকাশ
নিস্তব্ধ বারিতে পা ডোবানোর উন্মুক্ত অবকাশ।
তার বয়স ছিল সাত হয়তো বা আট।
বিবর্ণ লম্বা চুল
রঞ্জিত গাল
অনুনিম প্রত্যঙ্গ।
নিমীল চোখে সে আমায় দেখে।
আমি সাগ্রহে চেষ্টা করি সে ভাষা বোঝবার। পারি না।
ইয়র্ক অতিক্রম করল ট্রেন। অসহনীয় নীরবতা।
'আমি যখন ট্রেনে উঠি আমার মা সাথে ছিলেন।
কিন্তু আধঘন্টা বাদে তিনি নেমে গ্যাছেন।
তিনি কোন স্টেশনে নামেননি'।
আমি ভেবে পেলাম না উত্তরে কি বলব।
বললাম, ভাল কথা, স্টেশনে নামেননি তবে কোথায়।
নেমেছেন তিনি।
'দুই স্টেশনের মাঝে।
আমার মনে হয় ওটা একটা ফাঁকা মাঠ।
তবে এত জোরে ট্রেন চলছিল
আমি ঠিক বলতে পারব না।
ভেবে উঠতে পারছিলাম না কি বলব তাকে। অগত্যা জানতে
চাই, তুমি কি হতে চাও?
'আমি
ইস্, যদি একটা ঘোড়া হতে পারতাম,
আচ্ছা, আপনি কোন ট্রেনারকে চেনেন'
প্রশ্নের গভীর ব্যাঞ্জনা বিদীর্ণ করল বাতাস।
ট্রেনেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে।

কেন ঘটে?
তিনি কোন স্টেশনে নামেননি!
কোন ট্রেনারকে আপনি চেনেন?
প্রশ্নের গভীর ব্যাঞ্জনা বিদীর্ণ করল বাতাস।

[এই মুহূর্তে আয়ারল্যান্ডের অন্যতম কবি পল ড্যুরকান। ১৯৪৪, জন্ম ডাবলিন শহর। কাব্যগ্রন্থ Jumping the train tracks with Angela থেকে এই কবিতাটি ভাষান্তরিত।—অমিত সরকার]

নির্বাসিতের প্রতিমাদর্শন / অসিত চট্টোপাধ্যায়

ঠোঁটে ঘৃণার গন্ধ উড়ে বেড়াচ্ছে
যেন তপ্ত সিংহই তার গুপ্ত প্রেমিক
না ঠিক তেমনও নয়, অন্যমিল
আসলে যেখান থেকে হোক শুরু তো করতেই হয়
এটাই নিয়ম
মন্দাক্রান্তা বায়ু সিঁদ কেটে বুকে ঢুকছে, ডাইনে
দেখি খরা-বন্যার গেরুয়া ইজেলে তুলিটান, বাঁয়ে
দেখি
নির্বোধতম সমাজবিরোধীও জানে পরিকল্পনা-টল্পনা
স্রেফ
ঘোলা জল আর ধুলো বালি নিয়ে চিঁড়ে ভাজাভাজি
আমার ভারত বর্ষ
ছিন্নসিত মুখোশ ঢেকে যাচ্ছে প্রতীক্ষায়, সামনে
দেখি
আমার ভারতবর্ষ
বরফে পা ঠুকছে দুটি নেপালী শিশু, পেছনে
দেখি
জনতা মিছিল বস্তিমে হাততালি, কেউ কারো নাম ধরে
এস্তার চ্যাঁচাচ্ছে
আসলে
ঘরে বাইরে বাইরের ঘরে,
যখন যেখানে থাকি একা।

চারটি কবিতা / রূপা দাশগুপ্ত

হোমাপাখিকে

আকাশটুকু তেমনি আছে খোলা
পায়ে মাটির স্পর্শ ঠেকাও যদি
(জলের কাছে হাজার যুগের ঋণ)
দেখবে জলের জন্যে কাঁদে নদী।

বুনোঘাস

অনি, কমলরা কিছু বলতে চায়
আর বলতে চেয়েই হারিয়ে যায়
যাদবপুরে, বরানগরে, বেলেঘাটায়
রেখে যায় খোলা কার্তুজ, উপনির্বাচন
কারণ, কমলরা কিছু বলতে চায়।

সাঁইথিয়া

মাঠ নাকি প্রান্তরেখা বরাবর ধূসর সহজ
মাঠ নাকি গাঁওদেশ বেয়ে শুধু মন রাখা
মাঠ নাকি যত দূরে জল হাঁটে জালের গভীরে
সারি সারি দেবদারু প্রহরী প্রেমিক।

মানুষের

চত্বরে রঙীন ফোয়ারা সাজিয়ে
তোমরা সরিয়ে নিচ্ছো দেওয়াললিখনগুলো

তোমরা সরিয়ে নিচ্ছো বেয়নেটের চিহ্নগুলো
যখন রাস্তায় ছড়িয়ে আছে গর্তময় কালো পুঁজ
ফিশপ্লেটে চলকে উঠছে রক্তকুলির টাটকা ছাপ

আর একদল মানুষ সানকি উপুড় করে
গাইছে বৃষ্টির গান।

আগামী মার্চ ১৯৮৭ সংখ্যা 'অন্বর্থ'

সম্ভাব্য লেখক সূচি ঃ

দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

অমিত সরকার

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

অনীক রুদ্র

.....

অন্বর্থ প্রকাশনীর বই

তোর সঙ্গে আড়ি ☐ শমীন্দ্র ভৌমিক

চিরহরিৎ অরণ্য অঞ্চল ☐ অনীক রুদ্র

Published for Anwartha by Abhijit Ghosh from 53/1A Prince Gulam Hossain Sha Rd., Calcutta-700032 and printed at Datta Printing Works by Ajit Kumar Datta, 50, Sitaram Ghose St., Calcutta-700009. Cover design : Shamindra Bhowmik.